ইমাম নববি রহ.

রিয়াদুস সালিহীন

[জীবন-মরণের পাথেয়]

প্রথম খণ্ড

পথিক প্রকাশন

প্রুফ	মোহাম্মদ আল আমিন
প্রচ্ছদ	রাহাত মাহমুদ
প্রকাশক	মো. ইসমাইল হোসেন
অঙ্গসজ্জা	পথিক টিম

রিয়াদুস সালিহীন

[জীবন-মরণের পাথেয়]

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মুফতি ও মুশরিফ : উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণা বিভাগ
জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা।

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

রিয়াদুস সালিহীন [জীবন-মরণের পাথেয়]
ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রীতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
boisodai.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
raiyaanshop.com
hoqueshop.com

দুই খণ্ড একত্রে মূল্য : ১৮০০/-

অর্পণ

প্রিয় ও প্রিয়জনকে...

সূচিপত্র

লেখকের কথা...১২
অনুবাদকের কথা...১৬

অধ্যায় : আখলাক ও আমল

ইখলাস ও নিয়ত ২১
তাওবাহ্ ৩২
সবর—ধৈর্য ৫৫
সত্যবাদিতা ৭৯
মুরাকাবা (আল্লাহর ধ্যানমগ্নতা) ৮৩
তাকওয়া—আল্লাহর ভয়..৯১
তাওয়াক্কুল ও ইয়াকিন ৯৫
দীনের ওপর অটল থাকা.. ১০৭
চিন্তা-ফিকির করা, আল্লাহর পরিচয় লাভ ইত্যাদি...ও আমলের দিকে এগিয়ে যাওয়া.. ১০৮
মুজাহাদা (দীনের জন্য চেষ্টা করা)..১১৪
জীবনের শেষ সময়ে আমলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া..................১২৪
আমলের অনেক পদ্ধতি আছে.. ১২৮
ইবাদাতে ভারসাম্য বজায় রাখা ১৪২
আমলের রক্ষণাবেক্ষণ ১৫৩
সুন্নাহ্ ও আদবের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ........................ ১৫৫
আল্লাহর হুকুম মান্য করার নির্দেশ ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১৬৪
বিদআত ও নব আবিষ্কৃত জিনিস থেকে বেঁচে থাকা ১৬৭
ভালো কাজ উদ্ভাবন করা ও মন্দ কাজ আবিষ্কার করার ফলাফল ১৬৯
তাকওয়া ও নেক কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা.................. ১৭৩
নাসিহা বা কল্যাণ কামনা করা ১৭৫
সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ১৭৭

ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করে, নিজে আমল না করা ১৮৭
আমানত ১৮৮
জুলুম-অত্যাচার ১৯৬
মুসলমানদের সম্মান ও হক রক্ষা করা.. ২০৭
মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ না করা ২১৫
মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানো...২১৭
কারও জন্য সুপারিশ করা...২১৯
মানুষের মধ্যে সমঝোতা করা ২২০
দুর্বল, গরিব ও খ্যাতিহীনদের ফজিলত... ২২৪
অনাথ-ইয়াতিম কন্যাসন্তান ও দুর্বলদের প্রতি দয়া এবং উত্তম আচরণের ফজিলত ২৩১
নারীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ ২৩৭
স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার... ২৪৩
পরিবারের জন্য ব্যয় করা ২৪৬
নিজের প্রিয় ও উত্তম জিনিস ব্যয় করা ২৫০
পরিবারকে দীনের পথে চলার আদেশ করা ২৫১
প্রতিবেশীর অধিকার ২৫৪
মা-বাবার সাথে সদাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা ২৫৮
পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ২৭২
পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার.. ২৭৫
আহলে বাইতের সম্মান ও ফজিলত... ২৭৯
আলিম-উলামা ও সম্মানি এবং মুরুব্বিদের সম্মান করা ২৮২
সৎলোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের মজলিসে বসা, তাদের ভালোবেসে বাসায় দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের কাছে দুআ চাওয়া.......................২৮৮
আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা.. ২৯৮
বান্দাকে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনাবলি.......................................৩০৫
সৎ লোক, গরিব-মিসকিন ও দুর্বলদেরকে কষ্ট না-দেওয়া........................৩০৮
বাহ্যিকের ওপর বিবেচনা করে বিধান প্রয়োগ করা আর গোপনীয় বিষয় আল্লাহর সমীপে পেশ করা... ৩০৯
আল্লাহর ভয়... ৩১৩
আল্লাহর ওপর আশা ৩২৩

আল্লাহর ওপর আশা করার ফজিলত.................................. ৩৪৪
আশা ও ভয়.. ৩৪৬
আল্লাহর ভয়ে ঝরে পড়া অশ্রু ৩৪৮
যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা ৩৫৪
ক্ষুধা, অল্পেতুষ্টি, প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন ইত্যাদি ৩৭২
অল্পে তুষ্টি, ভিক্ষা না করা, কারও থেকে না-চাওয়া, জীবনোপকরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি ৩৯৬
চাওয়া ব্যতীত ও লোভ ব্যতীত যে মাল অর্জিত হবে, তা গ্রহণ করা বৈধ . ৪০৪
নিজ হাতে উপার্জন ও ভিক্ষা থেকে বেঁচে থাকা................................ ৪০৫
দান করা, নেক কাজে খরচ করা ও আল্লাহর ওপর ভরসা করা........... ৪০৭
জুলুম ও কৃপণতা না করা ৪১৭
অপরকে সুযোগ ও সহমর্মিতা দেওয়া....................................... ৪১৮
আখিরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং বরকতময় বিষয়ে অধিক কামনা করা.. ৪২২
শোকরকারী ধনীদের মাহাত্ম্য এবং ভালো কাজে সম্পদ ব্যয় করা ৪২৩
মৃত্যুর স্মরণ ও অল্প আশা.. ৪২৬
কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে... ৪৩৩
মৃত্যু কামনা না করা ৪৩৬
হারামের ব্যাপারে সতর্কতা ও সন্দেহ বিষয় থেকে দূরে থাকা.............. ৪৩৮
ফিতনার ভয়ে নির্জনবাস ও দীন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ৪৪২
বিনয় মুমিনের ডানা ৪৪৪
আত্মগরিমা ও অহংকার না করা.. ৪৪৯
উত্তম চরিত্র.. ৪৫৪
সহনশীলতা-ধীরস্থিরতা-কোমলতা ৪৫৮
ক্ষমা করা ও মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলা ৪৬৩
কষ্ট সহ্য করে যাওয়া ৪৬৬
দীনি বিষয়ে রাগ করা ৪৬৭
অধীনস্থের প্রতি ভালো ও কোমলময় আচরণ এবং তাদের প্রতি দয়া করা ৪৬৯
ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ.. ৪৭৩
ভালো কাজে আমিরের আনুগত্য ও অসৎ কাজে আমিরের আনুগত্য না করা ৪৭৫

আমিরত্ব ও বাদশাহি না-চাওয়া ৪৮১
সৎ নেতা হওয়া ও অসৎ লোকদের থেকে দূরে থাকা ৪৮২

অধ্যায় : আদব-আখলাক

লজ্জা ও লজ্জার ফজিলত ৪৮৫
গোপনীয়তা রক্ষা করা ৪৮৬
ওয়াদা রক্ষা করা ও অঙ্গীকার পূরণ করা ৪৯০
ভালো ব্যবহার অব্যাহত রাখা ৪৯২
ভালো কথা বলা এবং হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার ফজিলত ৪৯৩
সুস্পষ্ট কথা বলা আর শ্রোতা না বুঝলে একাধিকবার বুঝিয়ে বলা ৪৯৪
কারও কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ৪৯৫
উপদেশ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন ৪৯৫
গাম্ভীর্য ও স্থিরতা ৪৯৮
সালাত, ইলম শিক্ষা ইত্যাদিতে ধীরস্থীরতা ৪৯৮
মেহমানদারি ৫০০
কোনো ভালো কাজের সুসংবাদ জানানো ৫০১
বিদায়বেলার দুআ করা ও দুআ চাওয়া এবং সফরে বের হওয়ার সময় উপদেশ দেওয়া ৫০৯
ইস্তিখারা ও পরামর্শ করা ৫১৩
ঈদের দিন সালাত পড়তে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া এবং হজের সময় এক রাস্তা দিয়ে আসা ও অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া ৫১৫
ডান-বাম ব্যবহার প্রসঙ্গে ৫১৬

অধ্যায় : খাবারের আদব

শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ৫২০
খাবারের দোষ-ত্রুটি না ধরে পারলে প্রশংসা ৫২৪
রোজাবস্থায় খাবারের জন্য ডাকা হলে যা বলবে ৫২৫
দাওয়াত ছাড়া অন্য কেউ মেহমানের সাথে চলে এলে করণীয় ৫২৫
নিজ সামনে থাকা খাবার খাওয়া এবং যে অনিয়মে খায়, তাকে পরিশুদ্ধ করা ৫২৬

তৃপ্তি না হলে করণীয়.. ৫২৭
পাত্রের এক পাশ থেকে খাবার খাওয়া, মাঝখান থেকে না-খাওয়া ৫২৮
হেলান দিয়ে আহার না-করা ৫২৯
তিন আঙুল দিয়ে খাবার খাওয়া এবং আঙুল ও প্লেট চেটে খাওয়া ৫৩০
বেশি খাবার অনেক লোকের জন্য যথেষ্ট হয়.. ৫৩৩
পান করার আদবসমূহ ৫৩৩
মশকে মুখ লাগিয়ে পান করা ৫৩৫
পানের সময় পাত্রে ফুঁ দেওয়া নিষেধ.. ৫৩৬
প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা ৫৩৭
পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে.. ৫৩৯
স্বর্ণ-রুপার পাত্র ব্যতীত সব রকমের পবিত্র পাত্রে পান করা জায়েজ এবং
প্রয়োজনে পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করার অবকাশ আছে.................... ৫৪০

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাপড়-চোপড়ের আদব

সাদা পোশাক উত্তম পোশাক.. ৫৪৩
উত্তম পোশাক ৫৪৭
জামার হাতার দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে এবং অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড়
ঝুলিয়ে রাখা ৫৪৮
বিনয়ী হয়ে ভালো কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেওয়া.......................... ৫৫৬
রেশমের পোশাক পরিধান প্রসঙ্গে ৫৫৬
চুলকানির রোগের সময় রেশম পরিধান করার অবকাশ আছে.............. ৫৫৮
হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর বসা প্রসঙ্গে ৫৫৮
নতুন কাপড় পরিধান করার সময় যা পাঠ করবে ৫৫৯

অধ্যায় : ঘুমানোর আদব-আখলাকসমূহ

ঘুম ও বিছানায় যাওয়ার আদবসমূহ..৫৬১
সতর খুলে যাওয়ার ভয়ে চিত হয়ে শোয়া ও অন্যান্য বসার পদ্ধতি প্রসঙ্গে ৫৬৪
মজলিসে বসার আদব.. ৫৬৬
স্বপ্ন-বিষয়ক ৫৭২

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তাআলার জন্য—যিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহান ও ক্ষমা মার্জনাকারী, যিনি দিন-রাতকে আবর্তন ও পরিবর্তনকারী। হৃদয়বান ব্যক্তি ও জ্ঞানীরা যেন তাঁর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা (আল্লাহর ব্যাপারে) যেন চিন্তা-ফিকির করে। মহান আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিজীব থেকে যাকে চান, তাঁকে জাগিয়ে তোলেন, ফলে তিনি তাকে এই জগৎসংসারের ব্যাপারে বিমুখ করে দেন। তাকে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার ও চিন্তা-ফিকির করার, নাসিহা ও উপদেশ শোনার যোগ্যতা দান করেন। আবার তাকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল থাকা ও পরকালের পাথেয় জোগাড় করার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ্ তাআলা যাকে চান, তাঁর অসন্তুষ্টি ও পরকালীন জাহান্নামের ঘর থেকে বাঁচিয়ে রাখেন; যাকে চান, তাকে সত্য-ন্যায়ের পথে চলার তাওফিক দান করে থাকেন। আমি সেই মহান রবের প্রশংসা করছি—(যেরূপ করা দরকার) তাঁর পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যেরূপ করার প্রয়োজন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত, পরম দয়ালু ও মমতাময়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি মহান রবের প্রিয় হাবিব ও প্রিয়তম বন্ধু—যিনি মানুষকে সঠিক পথ ও সঠিক দীনের দিকে পথ দেখিয়েছেন। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবিজির ওপর ও সমস্ত নবিদের ওপর। আরও প্রশান্তি বর্ষিত হোক সমস্ত নেককারদের ওপর।

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ.

“নিশ্চয় আমি মানুষ ও জিনজাতিকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে কোনো রিযক চাই না এবং কোনো কিছু আহার করতেও চাই না।” [সুরা যারিয়াত: ৫৬-৫৭]

উপরিউক্ত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, আল্লাহর এই উদ্দেশ্যের প্রতি বান্দাদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে। বান্দার জন্য এই দুনিয়ার চাকচিক্যের পানে অবিরাম ছুটে চলা উচিত না। কেননা এটা অস্থায়ী জীবন। এখানে মানুষ চিরকাল থাকতে পারে না। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে সবার চলে যেতে হয়। সুতরাং যারা আল্লাহর আনুগত্যে জীবন বিলিয়ে দেয়, তাঁরাই প্রকৃত বান্দা। আর যারা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়, তাঁরাই জ্ঞানী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হলো তেমন—যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা আহার করে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে ওঠে, তখন জমিনের মালিকরা মনে করে, এগুলো আমাদের হাতে আসবে; কিন্তু হঠাৎ করে তাদের ওপর দিনে বা রাত্রে নির্দেশ চলে আসে; ফলে সেগুলো এমন অবস্থায় পরিণত হয়, যেন এগুলোর অস্তিত্ব গতকালকে ছিল না। এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ চিন্তাশীল লোকদের জন্য বর্ণনা করে থাকি।" [সুরা ইউনুস ১০: ২৪]

কতই-না সুন্দর বলেছেন কবি!

দুনিয়াজুড়ে জ্ঞানী অনেক বান্দা আছে, তবে
দুনিয়াকে ছিন্ন করে ফিতনার ভয়ে পালিয়েছে ভবে।
দুনিয়াকে ভেবে-ভেবে জেনেছেন তবে তারা,
এটা যে এক ক্ষণপুর, ওপারে ফেরার তাড়া।
দুনিয়া এক সাতসমুদ্র, এ ছাড়া আর কিছুই নয়,
এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নেক-আমল নিয়ে যেতে হয়।

এখন যদি অবস্থা এমন হয়, যা আমরা বর্ণনা করলাম এবং আমাদেরকে যদি আমলের কারণে সৃষ্টি করা হয়, তাহলে মুকাল্লাফ (যার ওপর শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য) ব্যক্তির সৎলোকদের পথ অবলম্বন করা উচিত। তাদের জন্য জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকদের অনুসরণ করা উচিত। আর আমি যেসব বিষয়ের প্রতি সতর্ক করেছি, তার প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। আর এ বিষয়ের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সহিহ তরিকা হলো, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার নবি, সব নবিদের সেরা ও সম্মানি রাসুল—আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রদর্শিত সহিহ সূত্রের হাদিসের আদব গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"তোমরা পরস্পর তাকওয়া ও নেক কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করো।" [সুরা মায়িদা: ২]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। [সহিহ মুসলিম: ৬৮৫৩]

আবু মাসউদ উকবাহ ইবনু আমর আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজের পথ দেখাবে, তারও আমলকারীর সমান সাওয়াব হবে। [সহিহ মুসলিম: ৪৮৮৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহ্বান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান সাওয়াব অর্জন করবে। এর কারণে আমলকারীদের সাওয়াব থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার ওপর তার সমস্ত অনুসারীদের পাপ বর্তাবে। এর কারণে তাদের পাপ থেকে কোনো কিছুই কমতি করা হবে না। [সহিহ মুসলিম: ৬৮০৪]

সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহা মূল্যবান) লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে। [সহিহুল বুখারি: ২৯৪২]

তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, সহিহ হাদিস-সংবলিত এমন একটি ছোট্ট গ্রন্থ রচনা করব—যেখানে পাঠকের জন্য পরকালের পাথেয় থাকবে। একজন ব্যক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা থাকবে। এমনইভাবে আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনসূচক হাদিস ও মুত্তাকিদের বিভিন্ন চরিত্রাবলির বিষয়ে সন্নিবেশিত থাকবে। আত্মার চিকিৎসামূলক, অন্তরের পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক গুণাবলি সঠিক করার বিষয়ে উল্লেখ থাকবে। এমনইভাবে আল্লাহপ্রেমীদের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসা ও তার বক্রতা দূর করার বিভিন্ন হাদিস যুক্ত থাকবে।

সুতরাং আমি এই ছোট্ট পুস্তিকায় সহিহ হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস উল্লেখ করব না। সাথে-সাথে প্রসিদ্ধ কিতাবের রেফারেন্সও দেবো। আর প্রতিটি অধ্যায়কে আমি পবিত্র কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে সুসজ্জিত করব (ইনশাআল্লাহ)। এমনইভাবে জরুরি কোনো বিষয় ও অস্পষ্ট কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয় টীকা যুক্ত করব।

আমি আশা করি, (ইনশাআল্লাহ) যদি এই কিতাব যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহলে তা যত্নবান পাঠকের জন্য কল্যাণের অগ্রগামী হবে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সতর্ককারী হবে। আমি আমার প্রিয় ভাইদের থেকে আশাবাদী যে, এই কিতাবের মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে। তারা আমার জন্য, আমার মা-বাবার জন্য, আমার উস্তাদ, প্রিয়জন ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য দুআ করবে।

আমি মহাসম্মানিত মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আমার সব বিষয় তাঁর ওপর অর্পণ করছি। তাঁকে নির্ভরতার আশ্রয় মনে করছি। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক। পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাগণের ওপর। পাশাপাশি তাঁর প্রিয়জন ও প্রিয় আহবাবদের ওপর।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অনন্তকালের এক জীবন হলো পরকাল। দুনিয়া হলো পরকালের পাথেয় জোগাড় করার জায়গা। পরকালীন সুখ-দুঃখ নির্ভর করে দুনিয়ার কাজকর্মের ওপর। দুনিয়াতে যার আমল ভালো ও আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী হবে, পরকালে সে সফল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে। বৈচিত্র্যময় এই দুনিয়া ও চাকচিক্যের এই মোহের জালে আটকে মুমিনরা কখনো আল্লাহকে ভুলে যায় না। মুমিন সবসময় দু জগতে সফল হওয়ার চেষ্টা করে। পার্থিব জীবন, পরকালের ভয়, তাকওয়া, চাল-চলন, আমল-আখলাক—সব যেন আল্লাহর মর্জি ও নবিজির সন্তুষ্টি মোতাবেক হয়, সেদিকে লক্ষ রাখে। এটাই মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইখলাস, আল্লাহর ভয়, সবর, দুআ, যিকর-আযকার, আদব-আখলাক, হিংসা-বিদ্বেষ, নানাবিধ আচরণ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেছেন—**'রিয়াদুস সালিহীন'** নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি এই কিতাবের অধিকাংশ হাদিস সিহাহ সিত্তা থেকে সংকলন করেছেন। কালজয়ী এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে বাংলাভাষীদের জন্য এই মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ শেষ করার তাওফিক হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করছি—তিনি যেন এর মাধ্যমে আমার ও সম্মানিত পাঠকের অন্তর ও দুনিয়াবি জীবনের আচার-আচরণ পরিবর্তন করে দেন এবং পরকালের জীবনের জন্য পাথেয় জোগাড় করার সুযোগ করে দেন।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো:

১. গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি নুসখা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে—

ক. শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত* থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে অনুবাদ করেছি। এটি মাকতাবায়ে শামেলাতেও পাওয়া যায়।

খ. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *আল মাকতাবাতুল ইসলামী/বৈরুত, ওমান ও দিমাশক* থেকে প্রকাশিত নুসখাকেও অনুবাদের সময় সামনে রেখেছি।

গ. শাইখ ইয়াসিন আল-ফাহাল-এর তাহকিককৃত *দারু ইবনু কাছির-বৈরুত* থেকে প্রকাশিত নুসখা, যেটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়, এখান থেকে হাদিসের আরবিপাঠ যুক্ত করেছি।

ঘ. শাইখ সাইয়্যেদ ইমান, মাহমুদ আবদুল আযিয, আলি মুহাম্মাদ আলি, জামাল মাহমুদ সাবিত—তাদের তাহকিককৃত নুসখা, যেটি *দারুল হাদিস-কাহেরা* থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এখান থেকে হাদিসের শব্দের তারতম্যের ব্যাপারে সহায়তা নিয়েছি।

ঙ. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনে বায, সালেহ আল-উসাইমিন ও আবু ইয়াকুব আস-মিশরি-এর তালিককৃত নুসখা *মাকতাবাতুল হেরা-বাংলাদেশ* থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে তাহকিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সহায়তা নিয়েছি।

চ. অনুবাদ-স্বচ্ছতার জন্য এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে সাহায্য নিয়েছি। অনুবাদ নির্ভুল, সহজ-সাবলীল হওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। এ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোথাও-কোথাও প্রয়োজনীয় নোটও সংযুক্ত করে দিয়েছি। তা করেছি পাঠকের কাছে বিষয়টি সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

২. তাখরিজ ও তাহকিক

আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিকে আমরা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যেমন:

ক. শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত* থেকে প্রকাশিত নুসখা থেকে তাহকিক ও তাখরিজের সহায়তা নিয়েছি।

খ. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত নুসখা **'তাহকিক রিয়াদুস সালিহীন'**-এর তাহকিকের ওপর নির্ভর করে মতামত যুক্ত করেছি। এটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়।

গ. শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *মাকতাবাতুর রিসালাহ-বৈরুত* থেকে প্রকাশিত নুসখা থেকে তাহকিকের সহযোগিতা নিয়েছি।

৩. সনদ ও হাদিসের মান-বর্ণনা

হাদিসের মান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের যেসব হাদিস রিয়াদুস সালিহীনে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর মান-নির্ণয় যুক্ত করিনি। কারণ, এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ। তাই টীকাতে কেবল বুখারি, মুসলিমের তাখরিজ আছে; মান উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে যেসব হাদিস রয়েছে, সবগুলোর মান সংকলন করে যুক্ত করে দিয়েছি।

হাদিসের মান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নুসখাগুলোর সহায়তার পাশাপাশি বুখারি ও মুসলিমের বর্ণিত হাদিস ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি হাদিস শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত নিচের কিতাবগুলো থেকে হাদিসের সনদ সংক্রান্ত আলোচনা অনুসন্ধান করেছি—

১. সুনানু ইবনি মাজাহ। (মাকতাবায়ে শামেলা)

২. সুনানু আবি দাউদ। (মাকতাবায়ে শামেলা)

৩. মুসনাদু আহমাদ। (মাকতাবায়ে শামেলা)

এ ছাড়াও শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতামত ও হুকুম যুক্তকৃত নিচের কিতাবগুলো থেকে সহায়তা নিয়েছি—

১. শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *জামিউত তিরমিজির* নুসখা (মাকতাবায়ে শামেলা), যেখানে তিনি প্রতিটি হাদিসের ক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতামত ও হুকুম উল্লেখ করেছেন, সেখান থেকে হুকুম যুক্ত করার ব্যাপারে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

২. শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *সুনানু নাসায়ির নুসখা* (মাকতাবায়ে শামেলা) থেকেও শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতামত যুক্ত করা হয়েছে।

৩. শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত সহিহ আবু দাউদ, জয়িফ আবু দাউদ, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা, সহিহ আল-জামে—এসব নুসখা থেকে হাদিসের মান-সংক্রান্ত আলোচনা অনুসন্ধান করেছি। বিশেষত শাইখ আলবানি

রাহিমাহুল্লাহ্ যে হাদিসগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলোকে শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিকের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছি। আমরা প্রায় অধিকাংশ হাদিসে দুজনের মতামত পাশাপাশি পেয়েছি।

হাদিসের কিছু পরিভাষা

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বুঝা মুশকিল। তারপরেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি পরিভাষা পাঠক-সমীপে পেশ করছি—যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. **সনদ** : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্রপরম্পরায় গ্রন্থ তার সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. **মতন** : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

৩. **মারফু** : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনাপরম্পরা) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. **মাওকুফ** : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম 'আসার'।

৫. **মাকতু** : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. **সহিহ** : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. **হাসান** : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. **জয়িফ** : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

৯. **জয়িফ জিদ্দান** : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে জয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. **মুনকার** : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. **মুবহাম** : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি, তাকে মুবহাম বলে।

১২. **মু'দাল** : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে তাকে মু'দাল বলে।

১৩. **মুদাল্লাস** : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন—এরূপ হাদিসকে 'মুদাল্লাস' হাদিস, এরূপ করাকে 'তাদলিস', আর যিনি এইরূপ করেন তাকে 'মুদাল্লিস' বলা হয়।

১৪. **মুরসাল** : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৫. **মুনকাতি** : যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে, তাই মুনকাতি।

১৬. **মাওজু** : যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওজু হাদিস বলে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে বলব—বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখক, প্রকাশক, আমাকে এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

বিনীত

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
Saifullahalmahmud500@gmail.com

৫

অধ্যায় : আখলাক ও আমল

ইখলাস ও নিয়ত

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জায়গায় অন্তরের পরিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাস জরুরি। পরিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসবিহীন কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

'তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়িম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।' [সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫]

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.

'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু পৌঁছায় তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া।' [সুরা হাজ্জ ২২: ৩৭]

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' [সুরা আলি ইমরান ৩: ২৯]

عن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْلِ بنِ عبدِ العُزَّى بن رياحِ بنِ عبدِ اللهِ بن قُرْطِ بن رَزَاحِ بنِ عدِي بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبٍ القُرَشِيِّ العَدوِيِّ قالَ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ»

[১] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যে নিয়ত করবে, সে তা-ই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহর জন্য ও তাঁর রাসুলের (সন্তুষ্টির) জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সেটার জন্যই হবে।

এই হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের পুরো জীবনের সব রকমের আমল এই হাদিসের ওপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এই হাদিসের ওপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করতে পারবে, আশা করা যায়, তার জীবন সফলকাম হবে। ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটি দীনের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ।[১]

عن أمِّ المؤمنِينَ أمِّ عبدِ اللهِ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»..

[২] উম্মুল মুমিনিন উম্মু আবদুল্লাহ (আয়িশার উপাধি) আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একটি দল কাবাঘরের ওপর আক্রমণ করার জন্য বের হবে। অতঃপর তারা যখন 'বাইদা'

[১] সহিহুল বুখারি: ১; সহিহ মুসলিম: ৪৯২; মুসনাদু আহমাদ: ১৬৮।

(সমতল ভূমি) প্রান্তরে পৌঁছবে, তখন তাদের আগের ও পরের সবাইকে জমিনে দাবিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়িশা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কীভাবে তাদের আগে-পরের সবাইকে ধসিয়ে দেওয়া হবে; অথচ তাদের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ী বা নগরবাসীরা (আক্রমণকারীদের) দলভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিরাও তো থাকবে? তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের আগে-পরের সবাইকেই জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাদের নিয়তের ওপর নির্ভর করে আবার উঠানো হবে।[২]

عن عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها، قالَتْ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

[৩] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর আর কোনো হিজরত অবশিষ্ট নেই; বরং জিহাদ ও নিয়ত অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, যদি জিহাদের ডাক পড়ে যায়, তাহলে তোমরা জিহাদে বের হয়ে যাবে।[৩]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মক্কাবিজয়ের পর আর হিজরত নেই" এর মর্মার্থ হলো—যখন মক্কা ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে কায়িম হলো, তখন থেকে মক্কা থেকে অন্যত্র মুসলমানদের হিজরত করার দরকার নেই।

আল্লামা খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামের শুরুলগ্নে হিজরত করা আবশ্যক ছিল। কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মদিনায় হিজরত করতে হতো। অতঃপর যখন মক্কা বিজিত হলো, ইসলাম শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন মক্কা থেকে হিজরতের আবশ্যকতা রহিত হয়ে গিয়েছিল।

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হিজরত তথা দেশ ত্যাগ করে মদিনায় যাওয়ার ওয়াজিবের বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। তবে জিহাদের জন্য বা ভালো নিয়তে বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজরত করার বিধান এখনো বাকি আছে; রহিত হয়নি। [মিরকাতুল মাফাতিহ: ৪/১৮২]

عن أبي عبدِ اللهِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضي اللهُ عنهما، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بالمدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيرًا،

---

[২] সহিহুল বুখারি: ২১১৮; সহিহ মুসলিম: ২৮৮৪; মুসনাদু আহমাদ: ২৬২২৭। এই হাদিসের শব্দ সহিহুল বুখারির।

[৩] সহিহুল বুখারি: ২৭৮৩; সহিহ মুসলিম: ১৩৫৩।

وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ»

ورواهُ البخاريُّ عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنَّ أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا، إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

[৪] আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে বের হয়েছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় মদিনাতে এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যেকোনো পথ অতিক্রম করো বা যেকোনো উপত্যকা অতিক্রম করো না কেন, তারা তোমাদের সাথেই আছে। তাদের অসুস্থতা তোমাদের সাথে যুদ্ধে বের হতে বাধা দিয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে—তারা সাওয়াবের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে শরিক থাকবে।[৪]

বুখারির অন্য বর্ণনায় আছে—আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যখন তাবুক-যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমাদের পিছনে মদিনায় এমন কিছু লোক আছে, যারা প্রতিটি গিরিপথ ও উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথেই ছিল। তাদেরকে তাদের ওজর (বাড়িতে) আটকে রেখেছে।[৫]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: কোনো আমলের পূর্ণ নিয়ত ও ইচ্ছা থাকলে—পরিস্থিতির শিকার বা যেকোনো কারণে সে আমল না করতেও পারলে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সেই আমল করার সাওয়াব দান করে থাকেন।

ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দা যখন নেক আমল করার ইচ্ছা করে, কিন্তু যেকোনো কারণে সে ওই কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার নিয়তের কারণে সাওয়াব দান করবেন। আর যদি কোনো ওজর না-থাকাবস্থায় কোনো আমল করে, অতঃপর যেকোনো কারণে সে পূর্বোক্ত আমলটি করতে না পারে, তাহলেও আল্লাহ তাআলা তাকে ওজরবিহীন অবস্থায় আমল করার মতো নেকি দান করবেন।

[৪] সহিহ মুসলিম: ৪৯৩২; মুসনাদু আহমাদ: ১৪২০৮।
[৫] সহিহুল বুখারি: ১৪২২; মুসনাদু আহমাদ: ১৫৮৬৩।

রিয়াদুস সালিহীন

[জীবন-মরণের পাথেয়]

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মুফতি ও মুশরিফ : উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণা বিভাগ
জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা।

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

অধ্যায় : সালাম-কালাম

সালামের ফজিলত..১৫
সালাম প্রদানের পদ্ধতি ১৮
সালামের আদব..২১
ঘরে প্রবেশের সময় সালাম ২২
শিশুদেরকে সালাম দেওয়া.. ২৩
স্বামী-স্ত্রী ও মাহরামকে সালাম এবং ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে অন্য
মহিলাদেরকে সালাম প্রদান.. ২৩
কাফিরদেরকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ২৫
অনুমতি চাওয়ার আদবসমূহ..২৬
অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রে ভেতর থেকে কে জিজ্ঞেস করলে নাম বলা উচিত..... ২৮
হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেওয়া প্রসঙ্গে..৩০
মুসাফাহা ও সাক্ষাৎকালীন আদব ৩২

অধ্যায় : অসুস্থ ব্যক্তির সেবা ও জানাযায় অংশগ্রহণ

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, হাঁচির উত্তর দেওয়া ইত্যাদি ৩৬
অসুস্থ ব্যক্তির কাছে গিয়ে যে দুআ পাঠ করা হয় ৩৯
অসুস্থ ব্যক্তিকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা ৪৫
অন্তিম মুহূর্তের দুআ.. ৪৬
অসুস্থ ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া..৪৭
জ্বর উঠেছে—বলা ৪৭
মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা ৪৮
মৃতব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময়ের দুআ ৪৯
মৃতব্যক্তির কাছে কোন দুআ পাঠ করা যাবে আর পরিজনরা যা বলবে ৫০
মৃতব্যক্তির কাছে কান্না করা...৫৩
মৃতের থেকে অপছন্দনীয় কোনো প্রকাশ পেলে কাউকে না বলা ৫৫
জানাযায় শরিক হওয়া এবং কবরস্থ করার ফজিলত ৫৫
মৃতব্যক্তির জানাযায় তিন কাতারের বেশি মানুষ সালাত আদায় করা........... ৫৬

জানাযার সালাতের দুআ 57
দ্রুত জানাযা সমাধান করা ৬২
মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে যত দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা............................৬৩
কবরের কাছে উপদেশ ৬৪
দাফনের পর দুআ ও ইস্তিগফার পাঠ..৬৪
মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকাহ্ ও দুআ..৬৫
মৃতব্যক্তির প্রশংসা করা..৬৬
যার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানাদি মারা যাবে ৬৮
জালিমদের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে ক্রন্দন করা ও ভয় পাওয়া ৬৯

অধ্যায় : সফরের আদবসমূহ

বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া ৭১
সফরসঙ্গী গ্রহণ করা..৭২
সফরে পথচলা ও ঘুম ইত্যাদির নিয়ম ও আদব ৭৩
সফরসঙ্গীকে সাহায্য-সহযোগিতা করা..৭৭
সাওয়ারি বা যানবাহনে চড়াকালীন দুআ ৭৮
মুসাফির উঁচু ও নিচু জায়গায় যা বলবে..৮১
সফর অবস্থায় দুআ করা মুস্তাহাব..৮৪
সফর অবস্থায় মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে যা পাঠ করবে ৮৪
মানযিল করার সময়ের দুআ ৮৫
প্রয়োজন শেষ হলে দ্রুত সফর থেকে ফিরে যাওয়া ৮৬
সফর থেকে ফিরে বাড়িতে দিনে আসা, বিনা প্রয়োজনে রাতে না আসা ভালো ৮৬
সফর শেষে নিজ শহর বা গ্রাম দেখার পরের দুআ ৮৭
সফর থেকে ফিরে প্রথমে নিজ মসজিদে দু রাকআত নফল সালাত পড়া.......৮৮
মহিলারা মাহরাম ছাড়া সফরে বের হবে না..৮৮

অধ্যায় : ফাজাইল-আমলের ফজিলত

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের ফজিলত ৯০
কুরআনুল কারিম ভুলে না যাওয়া ৯৪
মধুর কণ্ঠে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ও শোনা ৯৫
বিশেষ বিশেষ সুরা ও আয়াত পাঠ করা..৯৭
কুরআনুল কারিম শোনা ও পড়ার জন্য সমবেত হওয়া ১০৫

অধ্যায় : ওজু

ওজুর ফজিলত ১০৬

অধ্যায় : আযান

আযানের ফজিলত ১১১

অধ্যায় : সালাত

সালাতের ফজিলত ১১৬
ফজর ও আসর সালাতের ফজিলত ১১৮
পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ১২১
সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত ১২৪
জামাতের ফজিলত ১২৫
ফজর ও ইশাতে উপস্থিত হওয়ার ফজিলত ১২৯
ফরজ সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া, সালাত পরিত্যাগ না করা ১৩০
প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফজিলত এবং কাতারের মধ্যের ফাঁকা জায়গা পূরণ করা ১৩৪
ফরজের সাথে সুন্নত আদায় করার ফজিলত ১৪০
ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব ১৪১
ফজরের সুন্নত সংক্ষিপ্তাকারে পড়া এবং তাতে যে কিরাত পাঠ করবে ১৪৩
(ঘুমের বেশি চাপ না থাকলে) ফজরের সুন্নতের পরে ডান পাশে শুয়ে বিশ্রাম করার অবকাশ ১৪৬
যোহরের সুন্নত ১৪৭
আসরের সুন্নত ১৪৯
মাগরিবের আগে-পরের সুন্নত ১৫০
জুমআর সুন্নত ১৫২
বাসা-বাড়িতে নফল আদায় করা ১৫২
বিতর সালাত ও সুন্নতে মুআক্কাদার সালাত ১৫৪
চাশতের সালাত ১৫৬
তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত/মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকআত সালাত ১৫৮
তাহিয়্যাতুল ওজু বা ওজুর পরে দু রাকআত নফল সালাত ১৫৯

জুমআর দিনের ফজিলত ও জুমআর গোসল করা, সুগন্ধি মাখা, নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করা ইত্যাদি ১৬০
কোনো নিয়ামাত অর্জিত হলে সিজদায়ে শোকর আদায় করা........ ১৬৫
কিয়ামুল লাইলের ফজিলত........ ১৬৬
তারাবিহর সালাত........ ১৭৬
লাইলাতুল কদরের ফজিলত........ ১৭৭
মিসওয়াকের ফজিলত........ ১৭৯

অধ্যায় : জাকাত

জাকাতের ফজিলত ও ফরজিয়্যাত........ ১৮৩

অধ্যায় : রামাদানের রোজা

রোজার ফজিলত........ ১৯১
রামাদানে বদান্য হওয়া........ ১৯৪
রামাদানের শুরুর আগে শাবানের রোজা না রাখা........ ১৯৫
নতুন চাঁদ দেখার দুআ........ ১৯৭
সাহরির ফজিলত........ ১৯৭
সময়ের সাথে সাথে ইফতার করা ও ইফতারের সময় দুআ পাঠ করা........ ১৯৯
রোজাদার বিভিন্ন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকবে........ ২০২
রোজার কিছু মাসআলা........ ২০৩
আশুরা ও শাবানের রোজা........ ২০৪
যিলহজ্ব মাসের রোজার ফজিলত........ ২০৬
আরাফাহ্ ও আশুরার রোজার ফজিলত........ ২০৬
শাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত........ ২০৭
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা........ ২০৮
আইয়্যামে বীযের রোজার ফজিলত........ ২০৯
রোজাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত........ ২১১

অধ্যায় : ইতিকাফ

ইতিকাফের ফজিলত........ ২১৩

অধ্যায় : হজ ও উমরা

হজের ফজিলত.. ২১৪

অধ্যায় : জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

জিহাদের ফজিলত.. ২১৯
শহিদদের প্রকার...২৫০
গোলাম আযাদ করার ফজিলত..২৫২
গোলামদের সাথে ভালো আচরণ করা ২৫৩
মনিবের পূর্ণ হক আদায় করার ফজিলত...২৫৪
ফিতনার দিনে ইবাদাত...২৫৬
উত্তমভাবে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ করা, ওজন ঠিকঠাকভাবে প্রদান করা২৫৬

অধ্যায় : ইলম

ইলমের ফজিলত ২৬১

অধ্যায় : আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

প্রশংসা ও শোকরের ফজিলত..২৬৯

অধ্যায় : নবিজির ওপর দুরূদ

নবিজির ওপর দুরুদ পাঠের ফজিলত ২৭২

অধ্যায় : যিকর-আযকার

যিকরের ফজিলত ২৭৮
সর্বদা আল্লাহর যিকর করা..২৯৮
ঘুমাতে যাওয়ার সময়কার দুআ ২৯৯
যিকরের মজলিসের ফজিলত...৩০০
সকাল-সন্ধ্যায় যিকর ৩০৫
ঘুমের সময়ের দুআ ৩১১

অধ্যায় : দুআ-মুনাজাত

দুআর ফজিলত ৩১৬
অনুপস্থিত কারও জন্য দুআ করার ফজিলত...৩৩৩
দুআর মাসআলা ৩৩৫
আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামাত ৩৩৮

অধ্যায় : নিষিদ্ধ কাজসমূহ

গিবত না করা ও জবানকে হিফাজত করা ৩৫১
পরনিন্দা শোনা নিষেধ ৩৫৯
যেসব কারণে গিবত করার অবকাশ আছে..৩৬১
চোগলখুরি হারাম.. ৩৬৫
সমালোচনা করা নিষেধ ৩৬৭
দুমুখো মানুষ নিন্দনীয় ৩৬৭
মিথ্যা বলা হারাম ৩৬৯
যেসব কারণে মিথ্যা বলার অবকাশ আছে...৩৭৭
যাচাই করে কথা বলা ৩৭৮
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান হারাম...৩৭৯
কাউকে বা কোনো প্রাণীকে অভিশাপ দেওয়া নিষেধ ৩৮১
অনির্দিষ্ট পাপীদের ওপর অভিশাপ দেওয়া... ৩৮৪
বিনা কারণে কাউকে গালি দেওয়া ৩৮৪
বিনা কারণে মৃতব্যক্তিকে গালি দেওয়া..৩৮৬
কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ... ৩৮৭
হিংসা করা হারাম.. ৩৮৯
গোয়েন্দাগিরি না করা এবং গোপন কথা ও দোষ অনুসন্ধান না করা ৩৯০
বিনা কারণে কোনো মুসলমানের ব্যাপারে মন্দ ধারণা না করা ৩৯২
কাউকে তুচ্ছ ও ছোট করা হারাম ৩৯২
কারও বিপদের সময় আনন্দ প্রকাশ করা যাবে না ৩৯৪
কারও বংশের ব্যাপারে খোঁটা দেওয়া নিষেধ ৩৯৫
ধোঁকা দেওয়া নিষেধ ৩৯৫
গাদ্দারি (বিশ্বাসঘাতকতা) করা হারাম...৩৯৭
খোঁটা ইত্যাদি দেওয়া নিষেধ..৩৯৯
অহংকার ও গর্ব না করা ৪০০
তিন দিনের বেশি কথা বলা বন্ধ রাখা...৪০১

কানাকানি করা ৪০৪
বিনা কারণে কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং পশু-পাখিকেও কষ্ট না দেওয়া ৪০৬
আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ, এমনকি পিঁপড়াকেও না ৪১০
পাওনাদারের সাথে ঋণ নিয়ে টালবাহানা করা ৪১২
দান করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া ঠিক না.. ৪১২
ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম...৪১৩
সুদ গ্রহণ করা হারাম.. ৪১৪
রিয়া বা লৌকিকতা হারাম ৪১৬
মানুষ মনে করে এগুলো লৌকিকতার আমল, আসলে তা নয়.................. ৪১৯
পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ৪২০
পরনারীর সাথে নির্জনবাস হারাম ৪২৩
পুরুষ মহিলার ও মহিলা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষেধ.......................৪২৫
শাইতান ও কাফিরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা ৪২৬
কালো খিজাব ব্যবহার করা.. ৪২৭
স্টাইল করা চুল প্রসঙ্গে ৪২৭
পরচুলা, ভ্রু প্লাক, দাঁত পার্লার করা.. ৪২৯
সাদা দাড়ি ও চুল উঠানো নিষেধ ৪৩১
বিনা ওজরে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা ৪৩২
বিনা প্রয়োজনে একটি জুতো বা মোজা পরিধান করে চলা ঠিক না ৪৩২
ঘুমানোর আগে চেরাগ ইত্যাদি বন্ধ না করে ঘুমানো উচিত না ৪৩৩
অপারগ কাজে বাধ্য না করা...৪৩৪
মৃতের জন্য বিলাপ করা নিষেধ... ৪৩৫
গণক ও জাদুকর ইত্যাদির কাছে গমন না করা..৪৩৯
কুলক্ষণে বিশ্বাস করা যাবে না... ৪৪২
ছবি অঙ্কন করা হারাম ৪৪৩
পাহারা, শিকার ও কৃষকের কুকুর ব্যতীত বিলাসিতার জন্য কুকুর পালা নিষেধ৪৪৭
ঘুঙুর বা ঘণ্টি বাঁধা..৪৪৮
অতিরিক্ত পায়খানা খায় এমন প্রাণীর উপর আরোহণ করা ৪৪৯
মসজিদে থুথু, কফ ও শ্লেষ্মা ফেলা নিষেধ ৪৪৯
মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও হারানো জিনিসের এলান দেওয়া ইত্যাদি নিষেধ...... ৪৫০
মসজিদে জোরে কথা না বলা... ৪৫১
কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসার বিধান ৪৫২
মসজিদে খুতবাহ চলাকালে হাঁটুর সাথে মুখ লাগিয়ে বসা প্রসঙ্গে ৪৫৪
যারা কুরবানি দেবে, যিলহাজ্জ শুরু হলে শরীরের কোনো কিছু কাটবে না.....৪৫৪

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম করা ৪৫৫
ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম প্রসঙ্গে ৪৫৭
কসম করার পর বিপরীতে মঙ্গলটা দেখলে করণীয় ৪৫৮
কথায়-কথায় কসম করার বিধান.. ৪৬০
বেচাকেনায় কসম করা ৪৬১
আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া ঠিক না...................৪৬১
বাদশাহকে শাহেনশাহ ইত্যাদি বলা ৪৬২
ফাসিক ও পাপাচারকে সর্দার ইত্যাদি না বলা ৪৬২
জ্বরকে গালি দেওয়া যাবে না ৪৬৩
বাতাসকে গালি দেওয়া যাবে না এবং প্রবল বাতাসের সময় যা বলবে......... ৪৬৩
মোরগকে গালি দেওয়া ঠিক না...৪৬৫
অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে—এমনটি বলা যাবে না ৪৬৬
একজন মুসলমান অপরকে 'হে কাফির' বলা অপছন্দনীয় ৪৬৬
অশ্লীল ও মন্দভাষী না হওয়া ৪৬৭
কথায় অতিরিক্ত চাটুকারিতা ও বাচালগিরি নিষেধ................................ ৪৬৮
আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে গেছে—এমনটা না বলা ৪৬৯
আঙুরকে 'কারম' না বলা ৪৬৯
শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া কোনো পুরুষের সামনে নারী কোনো কিছু প্রকাশ করবে না...৪৭০
'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন' এভাবে বলা নিষেধ.....৪৭০
'আল্লাহ চাইলে বা অমুক ব্যক্তি চাইলে'—এভাবে বলা নিষেধ ৪৭১
ইশার সালাত না পড়ে ঘুমানো ও ইশার পরে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিষেধ.. ৪৭২
স্বামী বিছানায় ডাকলে বিনা কারণে উপেক্ষা না করা ৪৭৩
স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো স্ত্রী অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখবে না ৪৭৩
রুকু-সিজদাহ থেকে ইমামের আগে মাথা উঠানো.................................. ৪৭৪
সালাতে কোমরে হাত রাখা ৪৭৪
পেশাব-পায়খানার চাপ দিলে এবং খাবার উপস্থিত থাকলে সালাতে দাঁড়ানো ঠিক না.. ৪৭৪
সালাত অবস্থায় আকাশে দৃষ্টিপাত না করা...৪৭৫
বিনা ওজরে সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো নিষেধ...............................৪৭৫
কবরের দিকে মুখ করে সালাত পড়া নিষেধ ৪৭৬
মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ ৪৭৭
সালাতের ইকামাত শুরু হওয়ার পর নফল ও সুন্নত পড়া ঠিক না ৪৭৭
সালাত ও রোজার জন্য শুধু জুমআকে নির্ধারণ করা ঠিক না.................... ৪৭৭

সাওমে বিছাল রাখা নিষেধ ৪৭৯
কবরের উপর বসা নিষেধ.. ৪৮০
কবর পাকা করা এবং তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করা ৪৮০
মনিবের ঘর থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া নিষেধ ৪৮০
শরয়ি বিধানে সুপারিশ করা.. ৪৮১
মানুষের চলার পথে ও ছায়াতলে পায়খানা করা নিষেধ.. ৪৮২
জমাটবদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ ৪৮৩
দান বা উপহারের ক্ষেত্রে পিতাকে অন্য সন্তানের তুলনায় প্রাধান্য দেওয়া.... ৪৮৩
মৃতের জন্য তিন দিন আর অন্যের ক্ষেত্রে দশ দিন শোক পালন করা ৪৮৫
গ্রামের লোকেরা শহরে আসার আগে তাদের পণ্য শহরবাসীদের ক্রয় করা এবং একজনের ওপর অন্যজনের খুতবাহ দেওয়া নিষেধ ৪৮৭
শরয়ি কারণ ছাড়া অন্য কোনো খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ ৪৮৯
কোনো মুসলমানের দিকে তরবারির মাধ্যমে ইশারা করা নিষেধ ৪৯০
আযানের পর বিনা কারণে ফরজ সালাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া ঠিক না.. ৪৯১
বিনা কারণে সুগন্ধি উপহার ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক না ৪৯২
কারও সামনাসামনি প্রশংসা করা ভালো না ৪৯২
মহামারির সময় প্রবেশ ও বের হওয়া নিষেধ ৪৯৩
জাদু হারাম.. ৪৯৬
কাফিরদের দেশে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষেধ.. ৪৯৭
সোনা ও রুপার পাত্রে পানাহার নিষেধ ৪৯৭
জাফরান রঙের পোশাক পরিধান করা নিষেধ ৪৯৯
সারাদিন কথা বন্ধ রাখা নিষেধ.. ৫০০
নিজ বাবা ছাড়া অন্য কাউকে বাবা বলা এবং নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলা নিষেধ ৫০১
আল্লাহ ও রাসুল যা নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা ৫০৩
হারাম কাজে লিপ্ত হলে কী বলা ও কী করা কর্তব্য ৫০৪

অধ্যায় : ফিতনা ও কিয়ামত

দাজ্জাল ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে.. ৫০৬

অধ্যায় : ইস্তিগফার

ইস্তিগফারের ফজিলত ৫৫৫
ওপারেতে আল্লাহর দেওয়া সর্বসুখ..৫৬২